ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ: ১৬ সংখ্যা: ৬২ ও ৬৩
এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর:২০২০

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ: ১৬ সংখ্যা: ৬২ ও ৬৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০২০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইসলামী ব্যাংকিং-এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরঈ নীতিমালা ৯
আব্দুল্লাহ মাসুম

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক : একটি শার'ঈ পর্যালোচনা ৩৯
মাহদী হাসান

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালা একটি তুলনামূলক আলোচনা ৭৫
মোঃ মেসবাহ উদ্দীন

দাম্পত্য কলহের কারণ ও প্রতিকার : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ১০৯
আবদুস সাত্তার আইনী

ইসলামী ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য : তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৪৯
নুর মোহাম্মদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারির অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের ৬২ ও ৬৩ তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এ বছরের শুরু থেকে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের প্রতিটি দেশে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশ্বব্যবস্থায়ও সূচিত হয়েছে অনেক পরিবর্তন। বিশেষত যোগাযোগ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষিতে স্থবির হতে চলেছে উন্নয়নের গতিধারা। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহ মুখোমুখি হয়েছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের। যার প্রভাব পড়েছে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালটি নিয়মিত প্রকাশ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের হলেও একমাত্র আল্লাহর রহমতেই তা সম্ভব হচ্ছে।

জার্নালের এ সংখ্যাটিতে ইসলামী আইন ও বিধান বিষয়ক ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ইসলামী আইনের ওপর বিভিন্ন যুগে যেসব অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো "এ আইনের শাস্তির ধরন অত্যন্ত অমানবিক"। যারা এ অপবাদ আরোপ করে তারা মূলত কখনো ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য ও সুদূর প্রসারী ফলাফল চিন্তা করে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকানো হলে দেখা যায়, শান্তিকামী মানুষ বিশ্বজুড়ে অপরাধ নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন। ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগেও অপরাধপ্রবণতা ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর অপরাধ দমনে শাস্তির বিধান প্রণীত হলে বর্বর আরব জাতি সবচেয়ে সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে যেসব রাষ্ট্রে এ আইন অনুসৃত হয়েছে সেখানেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর এ সফলতার মূল কারণই ছিল এর বিজ্ঞানসম্মত উদ্দেশ্য। যদিও প্রচলিত আইনেও শাস্তির বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু পদ্ধতিগত বিভিন্ন ত্রুটির কারণে তার প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হয় না। "ইসলামী ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য : তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যসমূহ তুলনামূলক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যসমূহ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত। কারণ ইসলামী আইনে শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, অপরাধপ্রবণ মানুষকে সংশোধনপূর্বক অপরাধের বিস্তার রোধ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইন একটি সর্বব্যাপী আইন। যা মানুষের উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করতেই প্রণীত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য এ আইন জীবনাচারের বিস্তারিত নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। একটি পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী আইন হিসেবে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও এর রয়েছে বিস্তারিত নীতিমালা। যে নীতিমালার যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে পরিবার বিধ্বংসী দাম্পত্য কলহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা দাম্পত্য কলহ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে এ-সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ওপরও দাম্পত্য কলহের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সন্তানদের লালনপালন, পরিচর্যা ও মানসিক বিকাশ যেমন বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি সংসারের শান্তি দূর হয়ে তিক্ততায় ও যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। গোটা সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। "দাম্পত্য কলহের কারণ ও প্রতিকার : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক প্রবন্ধে দাম্পত্য কলহের কার্যকারণগুলো অনুসন্ধান করার পাশাপাশি এর শরয়ী হুকুম পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া কী কী উপায় অবলম্বন করে দাম্পত্য কলহের প্রতিকার করা যায় তার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী পারিবারিক আইনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হলো দুধপান করানো। একটি শিশু জন্মগতভাবে যেসব অধিকার নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করে তার মধ্যে এটি একটি। দুগ্ধপানের সাথে জড়িত রয়েছে মাতৃত্ব, পর্দা পরিপালন, বিবাহসহ শিশুর ভবিষ্যত জীবনের অনেক বিষয়। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর গুরুত্ব স্বীকার করে এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এমনই এক পদ্ধতি হলো হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। উন্নত বিশ্বের কোন কোন দেশ ইতোমধ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করেছে, কোন কোন দেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনায় এনেছে; কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এখনো এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি। "হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক: একটি শার'ঈ পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ ফকীহগণের অভিমতসমূহ দালিলিক ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত একটি প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে আর তা হলো, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা দুধপানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে শার'ঈ নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় কি না। প্রবন্ধে এ বিষয়ে ফকীহগণের অভিমতগুলোর ওপর আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ইসলামী আইনের সর্বাধিক প্রয়োগ করা হয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আরও সমৃদ্ধ ও নিরাপদ করার স্বার্থে এবং শরীআহ মূলনীতি পরিপালনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত এতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়। এমনই একটি বিষয় হলো, ইসলামী ব্যাংকিং-এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরীআহ্ নীতিমালা। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ দিন আলোচনা পর্যালোচনা চলে আসলেও বর্তমান সময়ে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরও এর বাইরে নয়। নির্ধারিত সময়ে কিস্তি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করায় এ খাতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে; যা থেকে উত্তরণের জন্য কেউ কেউ সরাসরি ক্ষতিপূরণ হিসেবে গৃহীত অর্থ বা কম্পেনসেশন এবং ডোনেশন ফান্ডকে ব্যাংকের মূল ইনকাম একাউন্টে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে এ বিষয়ক একটি চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। "ইসলামী ব্যাংকিং-এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরীআহ্ নীতিমালা" শীর্ষক গবেষণায় সে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামী আইন মানুষের খাদ্য-পাণীয় ও ব্যবহার্য দ্রব্য সম্পর্কেও বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। ইসলামে হালাল খাদ্য ভক্ষণ, হালাল বস্ত্র পরিধান ও হালাল পদ্ধতিতে জীবনযাপন দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। মুসলিম দেশ ও অঞ্চলসমূহে প্রথাগতভাবে হালাল পণ্য, ভোগ্য সামগ্রী ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য হালাল হলেও অমুসলিম দেশ ও অঞ্চলে তা সহজপ্রাপ্য নয়। এ কারণে সেসব এলাকার মুসলিম জনসাধারণকে এ বিষয়ে অনেক উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় হলো পণ্যে বা ভোগ্য বস্তুর হালাল সনদ ও লোগো। এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে হালাল উন্নয়ন সেক্টর যা বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। বাংলাদেশের এ সেক্টরের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করলে এক্ষেত্রে রাজস্ব আয় ও বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। "হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালা : বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে হালাল সেক্টরের বর্তমান অবস্থা আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার হালাল সনদ নীতিমালা ও সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়ার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আশা করি এ সংখ্যায় প্রকাশিত সমসাময়িক ও আলোচিত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকগণ উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক